যুগান্তর

তারিখ ... 25 FEB 2005
পৃষ্ঠা ... [illegible] ... কলাম ... ৬

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি ফরম বিক্রি বাবদ প্রাপ্ত কোটি কোটি টাকার হিসাব নেই

সারোয়ার সুমন, চট্টগ্রাম ব্যুরো

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষার ফরম বিক্রি বাবদ প্রাপ্ত কোটি কোটি টাকার কোন হিসাব নেই। সব টাকা ভাগ-বাটোয়ারা হয়ে গেছে। গত তিন বছরে এ খাতে আয়কৃত প্রায় চার কোটি টাকার দু'তৃতীয়াংশই এভাবে ভাগ-বাটোয়ারার একটি বড় অংশ পেয়েছেন উপাচার্য, উপ-উপাচার্য, ডিন, প্রক্টর ও বিভাগীয় সভাপতিরা। অথচ ঘাটতি বাজেটের অজুহাতে প্রতি বছর শিক্ষার্থীদের ফি বাড়ানো হচ্ছে। আদায় করা হচ্ছে দ্বিগুণ-তিনগুণ বর্ধিত ফি। জানা যায়, ভর্তি পরীক্ষার ফরম বিক্রি করে গত তিন বছরে চবি'র আয় হয়েছে প্রায় ৩ কোটি ৯৭ লাখ টাকা। এর মধ্যে ২০০২-০৩ শিক্ষাবর্ষে আয়কৃত টাকার পরিমাণ ছিল প্রায় ১ কোটি ১০ লাখ টাকা। ২০০৩-০৪ শিক্ষাবর্ষে তা আরও বৃদ্ধি পেয়ে হয় ১ কোটি সাড়ে ২২ লাখ টাকা। আর চলতি ২০০৪-০৫ শিক্ষাবর্ষে আয় হয় ১ কোটি ৫৯ লাখ টাকা। আড়াইশ' টাকা হারে প্রথম বর্ষ সম্মান শ্রেণীর ফরম বিক্রি করে কর্তৃপক্ষ এ টাকা আয় করে। ভর্তি পরীক্ষার ফরম বিক্রি বাবদ আয়কৃত এ টাকা খরচের কোন সুনির্দিষ্ট নীতিমালা নেই। তাই ভর্তি পরীক্ষা কমিটিই এ ক্ষেত্রে সর্বেসর্বা। কমিটির সিদ্ধান্ত অনুসারেই পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এ টাকা ব্যয় করা হয়। পদাধিকার বলে এসব ভর্তি কমিটির সভাপতি ও সহ-সভাপতি থাকেন যথাক্রমে উপাচার্য ও উপ-উপাচার্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের শীর্ষ স্থানীয় ব্যক্তিরা পরীক্ষা কমিটির পদে থাকলেও জবাবদিহিতা না থাকায় আয়কৃত এই বিশাল পরিমাণ টাকার অপব্যবহার হচ্ছে। মাত্র ৪০ শতাংশ টাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফান্ডে জমা দিলেও ৬০ শতাংশ টাকা খরচ দেখান পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট কাজে। অথচ প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও উত্তরপত্র মূল্যায়নসহ সরাসরি পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট কাজে আয়কৃত টাকার মাত্র এক-দশমাংশ খরচ হয় বলে জানান পরীক্ষা কমিটিরই এক সদস্য। বাকি টাকা পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট কাজে সহযোগিতা করার নামে উপাচার্য, উপ-উপাচার্য, ডিন, প্রক্টরসহ কর্মকর্তা-কর্মচারীরা ভাগ-বাটোয়ারা করে নেন। একই পরিপত্রে ভর্তি পরীক্ষার ১১ নম্বরের একটি প্রশ্নপত্র প্রণয়নের জন্য ৭ হাজার টাকা, মডারেশনের জন্য ৭ হাজার টাকা, প্রশ্নপত্র কম্পোজ বাবদ মোট ৯ হাজার টাকা এবং প্রশ্নপত্র ছাপানো ও প্যাকিংসহ আনুষঙ্গিক খরচ বাবদ ইউনিট প্রতি ২২ হাজার টাকা নির্ধারণ করা হয়। এছাড়া পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে দায়িত্ব পালনের জন্য ঘণ্টায় প্রতি জন শিক্ষককে ৯০০ টাকা করে দেয়ারও সিদ্ধান্ত হয়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নির্ধারিত এই হিসাব অনুযায়ী সরাসরি পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট কাজে খরচ হয় আয়কৃত মোট টাকার মাত্র ২০ থেকে ২৫ শতাংশ। অথচ প্রতি বছর খরচ দেখানো হচ্ছে প্রায় ৬০ শতাংশ। এদিকে শিক্ষার্থীদের মতে, আয়কৃত টাকার সদ্ব্যবহার হলে প্রতি বছর তাদের আর বর্ধিত ফি আদায়ের প্রয়োজন হতো না। উল্লেখ্য, অভ্যন্তরীণ আয় বাড়ানোর অজুহাতে প্রশাসন গত তিন বছর প্রায় দ্বিগুণ-তিনগুণ বর্ধিত ফি আদায় করছে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে। আগে একজন শিক্ষার্থী তার শিক্ষাবর্ষে একবার ভর্তি হলেও এখন প্রতি বছরই অতিরিক্ত প্রায় সাতশ' থেকে এক হাজার টাকা দিয়ে তাকে পুনর্ভর্তি হতে হচ্ছে। চবি ভর্তি পরীক্ষা কমিটির সভাপতি ও উপাচার্য প্রফেসর একেএম নুরুদ্দীন চৌধুরীকে এ প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলে তিনি ফরম বিক্রির টাকা যথাযথভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে বলে দাবি করেন। তিনি বলেন, 'অতিরিক্ত দায়িত্ব পালনের জন্যই কমিটির সদস্যরা সম্মানী নেন।'